কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ

অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্ব পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে শিক্ষকদের একাংশ ও পরিচালনা কমিটির সদস্যরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা বলছেন, জুনিয়র একজন শিক্ষককে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম বানানো হয়েছে। তাঁকেই অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। পরিচালনা কমিটির সদস্যরা বলছেন, যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁরা সিনিয়র হলেও তাঁদের অধ্যক্ষ হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই।

কলেজের ৬৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩২ জন শিক্ষক গত ৭ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইসমত কাদীর গামার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। এতে তাঁরা বলেন, ছলচাতুরী করে জুনিয়র শিক্ষককে অধ্যক্ষ নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে।

জানা গেছে, আজ রবিবার পরিচালনা কমিটির সভায় অধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা জানান, ২০১৩ সালের ২৫ এপ্রিল অধ্যক্ষ মাহফুজুল হকের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়েই চলছে ইমপিরিয়াল কলেজের কার্যক্রম। গত ১৪ জুন অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষায় সাতজন প্রার্থী অংশ নেন। তবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে পরিচালনা কমিটির সভাপতির পছন্দের প্রার্থী শামীম আহসানকে প্রথম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কলেজে শামীম আহসানের আগে আরো ২২ জন সিনিয়র শিক্ষক রয়েছেন। এ অবস্থায় গত ২০ জুন পরিচালনা কমিটির সভায় শামীমকে নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

নাম প্রকাশ না করে কলেজের একজন সিনিয়র শিক্ষক বলেন, 'বর্তমান সভাপতি প্রভাব বিস্তারের জন্যই কলেজের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পরিবর্তন করেছেন। আর সাজানো নিয়োগ পরীক্ষায় মাত্র দুজনকে উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে; যার একজন সভাপতির পছন্দের প্রার্থী শামীম আহসান, অন্যজন বাইরের কলেজের। অথচ শামীম আহসান এই কলেজে তিনবার পরীক্ষা দিয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। অধ্যক্ষ নিয়োগ পরীক্ষায় শামীম বাদে কলেজের একজন প্রার্থীকেও পরীক্ষায় পাস দেখানো হয়নি। মাত্র ১৭ মিনিটে সাতজন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতিনিধিকেও নিয়োগ পরীক্ষায় কোনো ভূমিকা রাখতে দেওয়া হয়নি।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ইসমত কাদীর গামা গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মাউশির নিয়মনীতি মেনেই আমরা পরীক্ষা নিয়েছি। পরীক্ষা বোর্ড যাঁকে যোগ্য মনে করেছে তাঁকেই উত্তীর্ণ করেছে। এখানে আমার কিছুই করার নেই।'